সংবাদ

তারিখ ..05 APR 2007..
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

মতামত

দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে

শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সম্মানিত (?) কয়েকজন শিক্ষক, যারা গত সরকারের আমলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের আবার ডাম্প করা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য লজ্জার বিষয়। কেননা এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে দৈনিক সংবাদ, প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে পাহাড় পরিমাণ দুর্নীতির যে অভিযোগ ছাপা হয়েছে তাতে করে শিক্ষক হিসেবে আমার বারবার মনে হয়েছে ধরণী তুমি দ্বিধা হও...

প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ কিছু নেতৃবৃন্দ যখন দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হন, তখন খুব কষ্ট হয়। মনে হয় এসব দুর্নীতিবাজ নেতা বাংলাদেশকে দরিদ্র করে রেখেছিলেন। অথচ বাংলাদেশের রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তারা তাদের দক্ষতা ও সততার জন্য সারা বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে, ১৯-২০ বছরের একদল তরুণ ক্রিকেটার বাংলাদেশকে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ আসরে সুপার এইটে নিয়ে গেছে, বাংলাদেশের ছাত্র ও শ্রমিকরা তাদের পড়াশোনা ও কর্মদক্ষতার জন্য সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে, শক্তিশালী গায়ক জেমস ভারত জয় করে এসেছেন এবং বলিউড মাতাচ্ছেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে জিহাদ ঘোষণা করেছে তাকে আমি পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করি। ইতোমধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন রাহুমুক্ত হয়েছে। এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সুশীল সমাজের সদস্যদের উচিত সরকারি কর্মকমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন আমরা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারি।

[illegible]

চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিল্লুর রহমান [illegible] বেগম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিন তারেক, মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক খলিলুর রহমানসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং যার যার বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ত্রাস ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার যে অভিযোগ বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তাতে করে আমার মনে হয়েছে, তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের মানমর্যাদাকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছেন। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী তারা দুর্নীতি ও অনিয়ম করতে করতে নরকের সর্বনিম্ন স্তরে যে হাবিয়া দোজখ রয়েছে সেখানে নেমে গিয়েছিলেন। তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনে [illegible] যে [illegible] চলছে তার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একাবদ্ধ প্রয়াস প্রয়োজন। নইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদার জায়গাটি প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এরশাদুল বারী [illegible]

[illegible] কোন ব্যক্তির কাছ থেকে ইতিবাচক [illegible]

অধ্যাপক এরশাদুল বারী তার ক্লাসের জন্য নির্ধারিত সময়ের দেড়- ঘণ্টা বা দু'ঘণ্টা পরে ক্লাসে আসতেন। তার নৈতিকতা ও সততার জায়গাটি এতটাই প্রশ্নবিদ্ধ যে, তার একবারও মনে হয়নি যে, শিক্ষার্থীদের [illegible] আছে। তিনি ১২ টার ক্লাস দেড়টা অথবা ২ টায় নিতেন। যারা তার সরাসরি ছাত্র/ছাত্রী, তারা কেউই আমার কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবেন না। নির্ধারিত সময়ের দেড় অথবা দু'ঘণ্টা পরে ক্লাসে আসা যেমন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের লঙ্ঘন, তেমনি নৈতিক মানদণ্ডে সেটি সমর্থনযোগ্য নয়। [illegible]

[illegible] দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যে অনিয়ম ও [illegible] তার প্রতিকারের এখনই সময়।

[illegible]

রাজনৈতিক শক্তিগুলো তখন এরশাদুল বারীর পক্ষে-বিপক্ষে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের শিক্ষকরা তখন অধ্যাপক এরশাদুল বারীকে শিক্ষক সমিতি থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। এরশাদুল বারী এ ব্যাপারে মামলা করেও সফলকাম হতে পারেননি, তিনি মামলায় হেরে গিয়েছিলেন।

সম্প্রতি দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক অধ্যাপক এম এরশাদুল বারীকে অপসারণের পর তিনি লোক মারফত চিঠি দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে যোগদান করেছেন। আইন বিভাগের চেয়ারম্যান তার যোগদানপত্র গ্রহণ করেছেন, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সুস্পষ্ট লংঘন।

এই হচ্ছে অধ্যাপক এম এরশাদুল বারী, আমার সাংবিধানিক আইনের সরাসরি শিক্ষক, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ ও আইন [illegible] করতেন। [illegible] তিনি [illegible] না, এখনও [illegible] শুরু হয়েছে কিন্তু [illegible] করে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় [illegible] ন্যায় বিচারের বাণী যে আর্তনাদ করে কাঁদবে!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের [illegible]

[illegible]